ভারতীয় রেলের অভিনব উদ্যোগ

আধার সংযোগ করলেই লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে মিলবে আর্থিক পুরস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা: অনলাইনে রেলের টিকিট সংরক্ষণ করলে ফিরতে পারে ভাগ্য। এমনকি ভাগ্য সহায় থাকলে হাতে আসতে পারে মোটা অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার। আসলে এমনই অভিনব আয়োজন করেছে ভারতীয় রেল। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে নতুন বছরের এইভাবেই যাত্রীদের মনোরঞ্জন করতে চায় ভারতীয় রেল। অবশ্য এর জন্য সামান্য কিছু পদ্ধতি মেনে সংরক্ষণ করতে হবে টিকিট। আধার নম্বরের সঙ্গে লিঙ্ক করে কাটতে হবে টিকিট। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড (আইআরসিটিসি) চালু করেছে এই অফার।

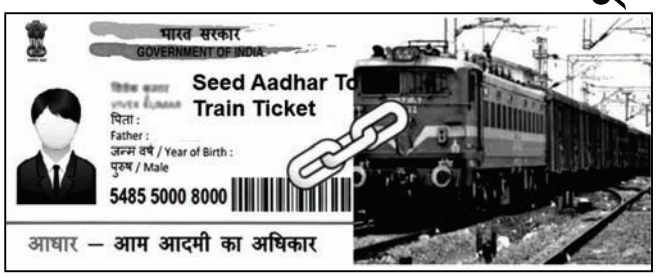

আধার সংযুক্তিকরণ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক কিছু কম নয়। এমতাবস্থায় আধার সংযুক্তিকরণ করে রেলের টিকিট সংরক্ষণ করলে আর্থিক পুরস্কার পাবেন ক্রেতা। এহেন চমৎকার প্রস্তাবে যথেষ্ট সাড়া পড়তে শুরু করেছে। শর্ত শুধু একটাই আধার নম্বর সংযুক্ত করলে টিকিট কাটলেই লাকি ড্রয়ের জন্য মনোনীত হবে নাম। প্রথম পাঁচজনকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। একই সঙ্গে টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত পাবেন সেই যাত্রী।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা সংযুক্তিকরণে উৎসাহিত জোগাতে যাত্রীদের জন্য বিশেষ স্কিম চালু করা হয়েছে।

এর ফলে অনলাইনে টিকিট বিক্রির হার বাড়বে। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার প্রবণতা কমবে বলে মনে করছেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আইআরসিটিসি'র সূত্রে খবর, তাদের ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে টিকিট কাটলে আগে যাত্রীদের যে সার্ভিস চার্জ দিতে হত তা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে টিকিট কাটা যাত্রীদের জন্য বিনা পয়সায় 'ভ্রমণ বিমা'র সুযোগ দিচ্ছে আইআরসিটিসি। ই-টিকিট বুকিংয়ের সময়ে যে সব যাত্রী কনফার্ম বা আরএসি টিকিট পাচ্ছেন তারাই অবশ্য এই স্কিমের আওতায় বিমার সুবিধা পাবেন। তৃতীয়ত এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে টিকিটের দাম 'ভিম অ্যাপ' অথবা 'ইউপিআই'এর মাধ্যমে যারা টিকিটের দাম মেটাবেন তাদের নিয়ে প্রতি মাসে এই লটারি অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ভাগ্যবান পাঁচজন যাত্রীকে দেওয়া হবে ১০ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার।

আধার সংযুক্তিকরণ এই প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আপাতত ছয় মাস এই প্রকল্পটি জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। এরপর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য রেজিস্ট্রার্ড আইআরসিটিসি ইউজার আইডি'র সঙ্গে আধার নম্বর করলে সেই ক্রেতা চলে আসবেন লাকি ড্রয়ের আওতায়।

যে মাসে তিনি ট্রেনে চড়বেন সেই মাসেই অবশ্য তার নাম বিবেচিত হবে লটারির জন্য। অনলাইন পদ্ধতিতে প্রতি মাসে পাঁচজন ভাগ্যবান বিজেতাকে বেছে নেবে ভারতীয় রেল। ফিরিয়ে দেওয়া হবে যে গন্তব্যে তিনি যেতে চান সেই গন্তব্যের সম্পূর্ণ মূল্য এবং লটারির পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হবে ১০ হাজার টাকা। এই লটারির পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে যাত্রীকে তার রেজিস্ট্রার্ড ইমেল এবং মোবাইল নম্বর জানাতে হবে টিকিট সংরক্ষণের সময়। এরপর ভাগ্যবান বিজেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন রেল কর্তৃপক্ষ। নতুন বছরের শুরুতেই এই ধরনের অভিনব উপহারের যথেষ্ট খুশি ভারতীয় রেলের যাত্রীরা।

আদালতের নির্দেশে সাড়ে ছয় হাজার কর্মীর স্থায়ীকরণে উদ্যোগী কৃষিমন্ত্রক

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির উদ্যোগে দেশজুড়ে ১৯৮২ সালের পরে 'কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র'-এর মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সূত্রে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে এমন কেন্দ্র পুরোদমে কাজ শুরু করলেও এই রাজ্যে বারেবারে তার গতি রুদ্ধ হয়েছে। তার প্রধান কারণ, এ রাজ্যে এমন কেন্দ্রগুলির প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিয়ে বিতর্ক। কলকাতা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, এমনকি নগর দায়রা আদালতে দশকের পর দশক ধরে তা নিয়ে চলেছে আইনি লড়াই। যে দ্বন্দ্ব সাম্প্রতিককালে ক্রমশ তীব্রতা হারানোয় নয়াদিল্লির কৃষিমন্ত্রক এই কেন্দ্রের কর্ণধার তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কর্মীকে স্থায়ী করার উদ্যোগ নিয়েছে। এমন কেন্দ্রগুলির কর্তৃত্ব নিয়ে বিতর্কে বেশ কিছু মামলা হয়। সাম্প্রতিককালে তেমনই একটি মামলার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিচারপতি দেবাংশু বসাক তার রায়ে বলেছেন, 'মামলাকারী অমর দাম ও অন্যরা যারা নিয়োগ করেছিলেন তাদের স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে।

এমন কোনও প্রতিশ্রুতি সরকার কোনও সময়ে দিয়েছিল তেমন কোনও তথ্য বা নথি আদালতে পেশ হয়নি। প্রকল্প রূপায়ণ করতে বলা মানে এই নয় যে, মামলাকারীর নিয়োগ হওয়া কর্মীরা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী হয়ে গেলেন।আদালত ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে মামলাকারীদের দেওয়া স্মারকলিপি সরকারকে বিবেচনা করতে বলেছিল। কিন্তু সেই বছরের নভেম্বর মাসে সরকার তাদের দাবি খারিজ করে দেয়। তাছাড়া প্রাথমিকভাবে হওয়া নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে হয়েছিল, এমন কোনও তথ্য নেই। যে কারণে অযোগ্য মামলাটি খারিজ করা হল। প্রসঙ্গত, এভাবেই আরও বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তির মামলা একের পর এক আদালতে খারিজ হয়েছে।

যেখানে রাজ্য সরকারও এইসব মামলায় তোলা দাবির তীব্র বিরোধিতা করেছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির লক্ষ ছিল গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র দূরীকরণ, সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো, গ্রামীণ ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতি করা। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যে এই প্রকল্প রাজ্য স্তরে বিশেষ সহায়তা পায়নি। অন্যদিকে এখানে ঢিমে তালে চলা প্রকল্পটির কর্তৃত্ব নিয়ে বিগত শতক শেষ হওয়ার সময় থেকে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যার প্রতিকার চেয়ে তরুণবাবু ও অন্যরা রাজ্যের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলে ২০০৩ ও ২০০৪ সালে মামলাকারীদের চাকরি নিয়মিত করার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি মানুষের চাকরি স্থায়ী করা নিয়ে সরকারের অন্দরে দেখা দেয় দ্বিধা। তার একটি কারণ হল, এই সরকার ভর্তুকি নির্ভর অর্থনীতির পথে হাঁটতে চাইছে না। এমনকি যে কারণে সাম্প্রতিককালে লাভের মুখ দেখা কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থায় বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমন এক প্রেক্ষাপটে কৃষি ও সহযোগিতা মন্ত্রক ওই সাড়ে ছয় হাজার কর্মীকে স্বস্তি দিয়ে এক চিঠিতে বলেছে,আদালতের নির্দেশ এবং প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে আসা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মরত কর্মী সহ এই রাজ্যের কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

পাশাপাশি অর্থমন্ত্রকের কাছে এজন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রার্থনা করেছিল কৃষিমন্ত্রক। ফলে শীঘ্রই এই প্রসঙ্গে সদর্থক ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি রবিবার নয়াদিল্লিতে ইউকো ব্যাঙ্কে ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করলেন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে।

ডিজিটাল লেনদেন দেড় গুণ, দাবি মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : তেরো মাসে দেশে ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা বেড়েছে দেড়গুণেরও বেশি। রাজ্যসভায় সম্প্রতি এই দাবি করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী অল্ফোঁস কন্নাথনম।

কেন্দ্রের চালু করা ইউপিআই প্রযুক্তির জেরে নগদহীন লেনদেনের সংখ্যা বেড়েছে বলে দাবি করেছে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াও (এনপিসিআই)। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশ্ন, নোটবন্দির পর থেকে কেন্দ্র ডিজিটাল লেনদেনের জয়ধ্বনিও দিলেও বাজারে নগদ ফেরার পরেও সেই রমরমা বজায় থাকছে কি? দেশে সাইবার নিরাপত্তা কতটুকু, সেই প্রশ্নও উঠছে।

মন্ত্রীর হিসেব অনুযায়ী গত অক্টোবরে ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা ছিল ১৫৩ কোটি। টাকার অঙ্কে মোট ১৪৩.১ লক্ষ কোটি। ২০১৬ সালের নভেম্বরে ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা ছিল ৯১ কোটি।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে অবশ্য নগদের জোগান স্বাভাবিক হতে শুরু করার সময় থেকেই ফের নোটে কেনাকাটার দিকে ঝুঁকছেন সাধারণ মানুষ। মন্ত্রীর যদিও দাবি ডিজিটাল লেনদেন ক্রমশ বাড়ছে। এনপিসিআইয়ের হিসেবে, ইউপিআই প্রযুক্তি মারফৎ আগের জানুয়ারিতে লেনদেনের সংখ্যা ৪১.৫ লক্ষ হলেও ডিসেম্বরে তা বেড়ে হয় ১৪.৫ কোটি। টাকার অঙ্কে ১,৫৬৮ কোটি থেকে বেড়ে ১৩, ১৪৪ কোটি। কিন্তু অনেকেরই মতে, সাইবার অপরাধের বাড়বাড়ন্তে এমন লেনদেন করতে দু'বার ভাবতে হচ্ছে।

কলকাতা পৌরসংস্থা

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে কেএমসি অ্যাক্ট, ১৯৮০-এর ৩৫৩ ধারার উপধারা (১)-এর বিধান অনুসারে সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডের সংযোগস্থল থেকে গার্ডেনরীচ রোডের একটি অংশ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার কথা বিবেচনা করা হয়েছে যেটি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে কার্যকর হবে এবং উক্ত অংশটি শুধুমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। ১১৮৪/১৭-১৮

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION-TENDER

Name of the Department : **Electricity.** Tender invited & to be received by **Ex. Engg. (E)/Electricity.** Name of the work & location, Estimated Amount, Time and Last date of receipt/opening of Tender Paper are as follows: **1) Providing operating personnel of 40 KVA 3 Ph DG Set at Hudco Building under KMC. ₹ 3,34,946.16; on 18.01.2018 at 1.00 P.M./2.00 P.M.; 2) Providing operating personnel to operate CCTV at K. N. Sen Road E-Governance System and Entally Market under KMC. ₹ 3,34,946.00; on 20.01.2018 at 1.00 P.M./1.30 P.M.** For detailed information please visit KMC website: **https://www.kmcgov.in**

Name of the Department : **Lighting/HQ.** Tender invited & to be received by **Ex. Engg. (E)/Lighting/HQ.** Name of the work & location, Estimated Amount, Time and Last date of receipt/opening of Tender Paper are as follows: **Improvement of illumination system, electrical network and allied works at different places of CMO Building. ₹ 3,63,940.00; on 18.01.2018 at 1.00 P.M./19.01.2018 at 2.00 P.M.** For detailed information please visit KMC website: **https://www.kmcgov.in**

Name of the Department : **Lighting/Zone-I.** Tender invited & to be received by **Ex. Engg. (E)/ Lighting/Zone-I.** Name of the work & location, Estimated Amount, Time and Last date of receipt/opening of Tender Paper are as follows: **1) Renovation of lighting arrangement & conversion of white metal lights instead of HPSV lights at Chaulpatty Road, in Ward No. 35. ₹ 3,34,481.00; 2) Development of bustee lighting at 218, 223 Manicktala Main Road, Sastitala Road & different bustee areas, in Ward No. 30. ₹ 2,89,272.00; 3) Renovation of street light system at J. L. Dutta Lane, Dutta Bagan, in Ward No. 13. ₹ 1,49,992.00; 4) Lighting arrangement at Bagmari Road & other places, in Ward No. 32. ₹ 1,51,725.00; on 16.01.2018 at 1.30 P.M./2.00 P.M.** (for Sl. No. 1-4); **5) Improvement of lighting arrangement by HPSV or LED lighting at Sethpukur Road & different places, in Ward No. 6. ₹ 1,77,530.00; on 17.01.2018 at 1.30 P.M./2.00 P.M.; 6) Installation of high mast light in front in the Patipukur Fish Market near the starting point of the Boulevard on the road, in Ward No. 3 under Br.-I. ₹ 4,17,464.20; 7) Installation of lighting arrangement of river side park beside Sovabazar Ganga Ghat, under Ward No. 19. ₹ 4,46,531.00; on 20.01.2018 at 1.30 P.M./2.00 P.M.** (for Sl. No. 6-7). For detailed information please visit KMC website: **https://www.kmcgov.in**

Name of the Department : **Lighting, Zone-II.** Tender invited & to be received by **Ex. Engg. (E), Lighting/Zone-II.** Name of the work & location, Estimated Amount, Time and Last date of receipt/opening of Tender Paper are as follows: **1) Improvement of lighting arrangement at different roads and lanes and other sites, in Ward No. 50. ₹ 1,79,748.00; 2) Installation of street light system at Sudhir Sen Borat Lane, B. K. Road and other sites, in Ward No. 49. ₹ 2,42,892.00; 3) Improvement of lighting arrangement & at Children Park in Santosh Mitra Square and other sites, in Ward No. 50. ₹ 2,68,667.00; on 17.01.2018 at 12.00 Noon/2.00 P.M.** (for Sl. No. 1-3); **4) Renovation of street lighting arrangement at 3, Canal West Road, North Sealdah Road and other sites, in Ward No. 36. ₹ 1,96,611.00; on 18.01.2018 at 12.00 Noon/2.00 P.M.** For detailed information please visit KMC website: **https://www.kmcgov.in**

Name of the Department : **Lighting, Zone-III.** Tender invited & to be received by **Ex. Engg. (E), Lighting/Zone-III.** Name of the work & location, Estimated Amount, Time and Last date of receipt/opening of Tender Paper are as follows: **1) Improvement of lighting system at G. S. Bose Road & other places, in Ward No. 67. ₹ 4,28,724.00; 2) Renovation of street lighting at P. G. Road, New Ballygunge, Dharmotala Road and other places, in Ward No. 67. ₹ 1,82,762.00; 3) Improvement of lighting system at B. D. 1st & 2nd Lane, K. N. Sen Road, Swinho Lane & other places, in Ward No. 67. ₹ 4,33,944.00; 4) Installation of a lighting arrangement at the crossing of Asutosh Mukherjee Road and Kansaripara Road with S. N. Pandit Street, in Ward No. 71. ₹ 2,62,542.00; on 15.01.2018 at 12.30 P.M./2.00 P.M.** (for Sl. No. 1-4); **5) Renovation of street lighting system at Ballygunge Circular Road and others, in Ward No. 69. Br.-VII. ₹ 1,71,842.00; on 17.01.2018 at 12.30 P.M./2.00 P.M.** For detailed information please visit KMC website: **https://www.kmcgov.in**

Name of the Department : **Lighting, Zone-IV.** Tender invited & to be received by **Ex. Engg. (E), Lighting Zone-IV.** Name of the work & location, Estimated Amount, Time and Last date of receipt/opening of Tender Paper are as follows: **Development & other works of lighting arrangement at Dark Pocket areas at Charu Chandra Place (West), Bangal Para & T. G. Road, in Ward No. 81. Br.-X. ₹ 1,86,981.00; on 16.01.2018 at 12.30 P.M./2.00 P.M.** For detailed information please visit KMC website: **https://www.kmcgov.in**

1179/17-18

কম বাজেটের উড়ান সংস্থাগুলির লক্ষ্য এবার কলকাতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সরাসরি ইউরোপে যাওয়ার উড়ান নেই! সেই কবে মুখ ফিরিয়েছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, লুতফান্সা। সরাসরি লন্ডনের উড়ান তুলে নিয়েছে দেশীয় সংস্থা এয়ারইন্ডিয়া। এমনকি দেশের মধ্যে অন্য শহরের উদ্দেশে ডানা মেলা বিমানের বেশি ভাড়ার বিজনেস ক্লাসের আসনও সাধারণত ভর্তি হতে চায় না এই শহর থেকে। বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলির মুখে সেই উদ্বেগ শোনা গিয়েছে বারবার। অথচ এই কলকাতাকেই কিন্তু নিজেদের উড়ান মানচিত্রে যত্নের জায়গা দিচ্ছে সস্তার বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলি। এমনকি তাকে দেখছে ব্যবসা পরিকল্পনার অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে। উড়ানের রুটে কলকাতাকে বাড়তি গুরুত্বের কথা অনেক আগেই জানিয়েছে ইন্ডিগো। একই কথা বলছে এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া। এ বার সেই একই ইঙ্গিত ন'বছর পরে ফের নতুন করে দৌড় শুরু করা এয়ার ডেকানের কথাতেও। সস্তার টিকিটে দেশে বিমান পরিবহণের নকশা এক সময় আমূল বদলে দেওয়ার পরেও মুখ থুবড়ে পড়েছিল যারারা। কর্ণধার ক্যাপ্টেন গোপীনাথের দাবি, মাস খানেকের মধ্যে কলকাতা থেকে ছোট বিমানে জামশেদপুর, বার্নপুর, দুর্গাপুর, কোচবিহার, বাগডোগরা, আগরতলা, রাউরকেল্লার মতো শহরে উড়ান চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। ব্যবহার হবে ১৯ আসনের বিচক্রাফট বিমান। কলকাতা সস্তার উড়ানের কতখানি পছন্দের গন্তব্য তা স্পষ্ট বিমান ওঠানামার পরিসংখ্যানেই। এ শহর থেকে ইন্ডিগোর উড়ান সবচেয়ে বেশি। দিনে ৯৬টি। দ্বিতীয় জেট এয়ারওয়েজ। কিন্তু ফারাক বিপুল। জেটের উড়ান দিনে ৩৪টি। জেটের মতো ইন্ডিগোয় উচ্চ শ্রেণির আসন নেই। টিকিটের দামের মধ্যে খাবার দেওয়ার বালাই নেই। স্পাইস জেট, এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়ার মতো সস্তার বিমান সংস্থাগুলিও নিয়মিত উড়ান চালাচ্ছে কলকাতা থেকে। এবার সেই তালিকায় জুড়তে চলেছে এয়ার ডেকানের নামও। দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর মতো নিয়মিত বিজনেস ক্লাস ও প্রথম শ্রেণির যাত্রী কলকাতায় অনেক কম। শ্রেণির আসন ভর্তি থাকলেও যেখান থেকে সংস্থার লাভ বেশি, সেই উচ্চ শ্রেণির আসনের যাত্রী কম বলেই কলকাতা থেকে পরিষেবা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে তার। কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান যথেষ্ট সুবিধাজনক। এখান থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের যে কোনও শহরে যাওয়া যায়। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে। আর হালে ওই সব দেশে (সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, মালয়েশিয়া) ভারতীয়দের ভিড় বাড়ছে চোখে পড়ার মতো। এখানে এয়ার ইন্ডিয়া, জেট বা বিস্তারার মতো দেশি কিংবা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, লুতফান্সা, ক্যাথে প্যাসিফিক, জাপান এয়ারলাইন্সের মতো আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার ঠেলাঠেলি ভিড় নেই।

তাই এখান থেকে প্রাইম টাইমে (যাত্রী পাওয়ার ক্ষেত্রে যা দিনের সবচেয়ে লোভনীয় সময়) স্লট (বিমানবন্দর থেকে ওঠানামার অনুমতি) পাওয়া অন্য বড় বিমানবন্দরের তুলনায় সহজ। এই সমস্ত সুযোগ কাজে লাগিয়েই কলকাতাকে ঘাঁটি বানাতে উদ্যোগী সস্তার উড়ান সংস্থাগুলি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ শহরের মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করেন। তাতে আসন ভরে না। অভিযোগ, বড় শিল্প কিংবা সংস্থা এখানে দেশের অন্য বড় শহরগুলির তুলনায় অনেক কম। ফলে কম তাতে কাজ করা উচ্চপদস্থ কর্তাদের সংখ্যা। তাই বিজনেস ক্লাসে নিয়মিত যাতায়াত করবেন কাঁরা? মূলত উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীরাই তো ওই সমস্ত আসনের খরিদ্দার। এই ছবি এতটাই স্পষ্ট যে শহর ছাড়ার আগে দুই বিদেশি বিমান সংস্থা এ কথা বলেও গিয়েছিল। তাদের দাবি ছিল ইকনমি ক্লাস বা সাধারণ

৫০ জন ডেপুটি ম্যানেজার নেবে এসবিআই

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : ৫০ জন ডেপুটি ম্যানেজার নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এই পদের জন্য আবেদনকারীদের হতে হবে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। সিআইএসএ থেকে পাস করা চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদনকারীদের বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। অনলাইনেও আবেদন করা যাবে। ২৮ জানুয়ারির মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি অনলাইনে পরীক্ষা হবে। ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনলাইনে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। এসসি, এসটিদের জন্য বয়সের ছাড় দেওয়া হয়েছে। আবদনের জন্য ৬০০ টাকা ফি দিতে হবে। এসসি,এসটি এবং বিশেষ সক্ষম পরীক্ষার্থীদের দিতে হবে ১০০ টাকা ফি। এই পরীক্ষায় পাস করলে ডেপুটি ম্যানেজারের পদে নিয়োগ করা হবে তাদের। মাসে বেতন হবে ৩১,৭০৫ টাকা থেকে ৪৫,৯৫০ টাকা।

বাণিজ্যিক সংস্থার ব্যবসায়িক লক্ষ্য

স্টাফ রিপোর্টার: সৌরশক্তি চালিত পিভি স্ট্রিং ইনভার্টার প্রস্তুতকারী সংস্থা ফ্রোনিয়াস ইন্ডিয়া সম্প্রতি জানিয়েছে, ২০১৯ অর্থবর্ষের মধ্যে তারা নিজেদের ব্যবসার পরিমাণ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। ২০১৩ সালে ব্যবসা শুরু করা এই সংস্থাটির দখলে বর্তমানে রয়েছে দেশের ৫.২ শতাংশ বাজার। আগামী দু বছরে তা ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী সংস্থার কর্তারা।